কমলাকান্তের জবান–বন্দি

১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'ইত্যাদি' দেশের একটি জনপ্রিয় টিভি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের নির্মাতা ও উপস্থাপক নানা নাট্যাংশ, কৌতুক, রঙ্গ–ব্যঙ্গ ও গানের মাধ্যমে তুলে ধরেন সমাজের ছোট–বড় অসংগতি। অনুষ্ঠানে প্রচারিত নাট্যাংশ, রঙ্গ–ব্যঙ্গ সমাজ পরিবর্তনের নিয়ামক হয়ে উঠেছে বলে অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হিসিবে দীর্ঘদিন ধরে টিকে আছে। তবে নির্মিতা ও উপস্থাপকের একার পক্ষে সমাজ পাল্টানো সম্ভব নয়, এজন্য এগিয়ে আসতে হবে সকলকে।

(ক) কমলাকান্তের কিসের নেশা ছিল? ১

(খ) 'কী প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়ে প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?' –কমলাকান্ত এরূপ উক্তি করেছিল কেন? ২

(গ) 'ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের উদ্দেশ্যগত সাদৃশ্য নিরূপণ কর। ৩

(ঘ) 'একদিকে নেশাসক্ত অন্যদিকে সমাজের অসংগতি সন্ধানী দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সমান্তরাল সাজুয্যে সত্যিকার শিল্পীত চরিত্র কমলাকন্ত' –উক্তিটির সত্যতা যাচাই কর। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিখ্যাত উপন্যাস 'চাঁদের আমবস্যা'র কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম আরেফ আলী। পেশায় সে স্কুল শিক্ষক, বয়সে যুবক। সে যে বাড়িতে আশ্রিত, সে বাড়ির প্রভাবশালী সদস্য কাদের বাঁশবাগানের ভেতর এক যুবতী নারীকে হত্যা করে। আরেফ আলী এ দৃশ্য দেখে ফেলে এবং বিবেকের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত পুলিশকে ঘটনা বলে দেয়। কিন্তু পুলিশ উল্টো আরেফ আলীকে হত্যাকারী ভাবে। এতে আরেফ আলী একটুও বিমর্ষ হয় না।

(ক) কমলাকান্তের প্রকৃত নাম কী? ১

(খ) "বাবা কার ক্ষেতে ধান খেয়েছিল যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?" –কে কোথায় এবং কী প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছে? ২

(গ) উদ্দীপকের যুবক শিক্ষক আরেফ আলীর সঙ্গে কমলাকান্তের সাদৃশ্য কোথায় ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'কমলাকান্তের জবানবন্দি' রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালীন আদালতের নিয়মকানুনের প্রতি যেসব কটাক্ষ করেছেন তার বর্ণনা দাও। ৪

হৈমন্তী

৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমন শিক্ষিত যুবক। তার স্ত্রী সুজাতা সুশিক্ষিতা ও সুগৃহিণী। স্বামী–স্ত্রী হিসেবে তারা একে অপরকে ভালোও বাসে বেশ। তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে রাহুর থামা পড়েছে সুমনের পিতামাতার অর্থলোলুপতার কারণে। তারা চান সুজাতা বাবার বাড়ি থেকে টাকা–কড়ি, মূল্যবান গৃহস্থালি সামগ্রী আনুক। কিন্তু সুজাতার বাবার অর্থিক সামর্থ্য নেই। ফলে সুজাতাকে প্রতিদিন নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে। সুমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে স্ত্রীকে নিয়ে শহরে চলে যাবে। তার চোখের সামনে সুজাতাকে তিলে তিলে ধ্বংস হতে দেবে না সে।

(ক) গৌরীশঙ্কর বাবু সরকারের কোন বিভাগে চাকরি করেন? ১

(খ) অপু হৈমন্তীকে ভালোবাসলেও তাকে রক্ষা করতে পারে নি কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের সুজাতা কীভাবে 'হৈমন্তী' গল্পের হৈমন্তীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা বিচার কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকো সুমনের যে ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় সেরূপ ভূমিকা যদি অপু গ্রহণ করত তাহলে হৈমন্তীর জীবনে তার কীরূপ প্রভাব পড়ত? ৪

৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শ্যামলবাবু ও সুনীতিবাবু সহপাঠী, দুজনই এম. এ। শ্যামলবাবু উদার, মুক্তমনা ও অগ্রবর্তী চিন্তাধারার অনুসারী। অপরদিকে সুনীতিবাবু গোঁড়া, শাস্ত্রপ্রিয় ও পশ্চাৎপদ মানসিকতার অধিকারী। সুনীতিবাবুর পরিবারে অন্য সদস্যদের

মতমত প্রদান কিংবা স্বকীয় ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ নেই। ফলে তার প্রতিটি ব্যক্তিত্বহীন ও দুর্বলচিত্ত। অপরদিকে শ্যামলবাবুর সন্তানের সৃজনশীল ও সুরুচির অধিকারী।

(ক) হৈমন্তী–অপুর বিয়েতে কে ঘটকালি করেছিলেন? ১
(খ) অপু কীভাবে বুঝল যে হৈমন্তী ও তার বাবা অন্য জাতের মানুষ? ২
(গ) উদ্দীপকের ব্যক্তিদ্বয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র 'হৈমন্তী' গল্পে আছে। এ চরিত্রগুলোর সাদৃশ্যের প্রকৃতি চিহ্নিত কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে অপুর দুর্বল ব্যক্তিত্বের কার্যকরণ বিশ্লেষণ কর। ৪

সাহিত্যে খেলা

৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মুনীর বৃষ্টির মধ্যে দাওয়ায় বসে ছিল। বাহির বাড়ির সামনেই সদ্য ধানকাটা একটি ক্ষেতে একদল বালক বৃষ্টির মধ্যে ফুটবল খেলছে। আসলে বালকেরা একটি জাম্বুরাকে ফুটবল বানিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে তা নিয়ে ছুটোছুটি করছে। সে লক্ষ্য করল, বালকেরা সে কী আনন্দই পাচ্ছে এতে। উদ্দেশ্যহীন খেলাচ্ছলে আনন্দ–অবগাহনের সাথে সাহিত্যচর্চার যে তুলনা প্রমথ চৌধুরী করেছেন তাকে মুনীরের কাছে অত্যন্ত যুৎসই তুলনা মনে হল।

(ক) সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কী? ১
(খ) সাহিত্যের দ্বারা কারো মনোরঞ্জন করা উচিত নয় কেন? ২
(গ) উদ্দেশ্যহীন খেলাচ্ছলে আনন্দ অবগাহনের সাথে সাহিত্যচর্চার যে তুলনা প্রমথ চৌধুরী করেছেন সে তুলনাকে তোমার মতো করে ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে মুনীরের অভিব্যক্তির যথার্থতা তোমার পঠিত 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৬। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সুমন জসীমউদ্দীনের 'কবর' কবিতাটি অসংখ্যবার পড়েছে। কবিতাটি তার হৃদয়মন স্পর্শ করেছে। একাদশ শ্রেণিতে উঠার পর এ কবিতাটিকে সে পাঠ্যরূপে পেল। অধ্যাপক মিলন কবিতাটি পড়াতে গিয়ে এর নানা দিক নিয়ে পুঙ্খনাপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেন। পরিশেষে তিনি এ কবিতার পর সমালোচনামূলক কয়েকটি প্রশ্ন নিলেন। এবার সুমনের কাছে 'কবর' কবিতাটি রীতিমতো ভীতি জাগানিয়া একটি বিষয়ে পরিণত হলো।

(ক) কারো মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য কোনটি হারায়? ১
(খ) সাহিত্য ও শিক্ষার পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের বিষয়বস্তুকে 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধের কোন বক্তব্যটি সত্য বলে প্রমাণিথ করেছে? ৩
(ঘ) কাব্যমৃতে অরুচি ধরার পেছনে এ যুগের শিক্ষকদের দায়ী করে প্রমথ চৌধুরী যে বক্তব্য দিয়েছেন তার যথার্থতা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

বিলাসী

৭। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রসুলপুর একটি বিরাট গ্রাম। জেলা সদর থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে অবস্থিত প্রত্যন্ত এ গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্য কম। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলেও পড়ালেখা হয় না। গ্রামের শিক্ষিত মানুষের প্রায় সবাই থাকেন শহরে। ফলে গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে না।

(ক) নিকটজন বলতে মৃত্যুঞ্জয়ের কে ছিল? ১
(খ) ন্যাড়া বিলাসীকে বাসি ফুলের সাথে তুলনা করেছেন কেন? ২
(গ) রসুলপুর গ্রামের আর্থসামাজিক যে চিত্র আঁকা হয়েছে তা 'বিলাসী' গল্পের গ্রামীণ জীবনের চিত্রকে কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করে? যুক্তিপূর্ণ উত্তর দাও।৩
(ঘ) শিক্ষিত মানুষের গ্রামের ফিরে যাবার ব্যাপারে অনীহা গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব ফেলছে? তোমার পঠিত 'বিলাসী' গল্পের আলোকে উত্তর দাও। ৪

৮। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ফেরদৌস শিক্ষিত ছেলে। সে ভালোবেসে নিম্নবর্ণের হিন্দু তরুণী সুলেখাকে বিয়ে করেছিল। এ নিয়ে সমাজে নানা প্রতিক্রিয়ার মুখেও সে স্ত্রীকে ত্যাগ করে নি। একদিন শগুর থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী–স্ত্রী দুজনেরই মৃত্যু হলে মানুষ বলাবলি করতে থাকে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই এমনটা হয়েছে। তারা ধর্ম ও সমাজ মানে নি, তাই এমন করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তাদের।

(ক) অন্নপাপ কী? ১
(খ) খুড়া গ্রামবাসীর কাছে মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কথা প্রচার করেছে কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে গ্রামবাসীর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা 'বিলাসী' গল্পের গ্রামবাসীর মনোভাবকে কীভাবে উপস্থাপন করেছে? ৩
(ঘ) 'উদ্দীপকের ফেরদৌস–সুলেখা দম্পতি 'বিলাসী' গল্পের মৃত্যুঞ্জয়–বিলাসী দম্পতিরই প্রতিচ্ছবি।' –উক্তিটি তোমার পঠিত 'বিলাসী' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

অর্ধাঙ্গী

৯। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সামিয়া ও ফারিয়া দু–বোন। সামিয়া ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখায় মনোযোগী, ফারিয়া মনে করে মেয়েদের পড়ালেখা করে কী হবে? তাদের কাজ হচ্ছে স্বামীর সংসার করা। সামিয়া নিজের জন্যে ভাবে না, তার দুশ্চিন্তা বোনকে নিয়ে। সে ভাবে পড়ালেখা না করার কারণে সে স্বামী–সংসারে পদে পদে বঞ্চনার শিকার হবে, কখনোই মর্যাদা সহকারে জীবন যাপনে সক্ষম হবে না। ফারিয়ার এ নিয়ে কোন দুশ্চিতাই নেই।

(ক) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধে কোন সময়কার বাঙালি সমাজের কথা বলা হয়েছে? ১
(খ) লেখিকা মানসিক দাসত্ব বলতে কী বুঝিয়েছেন? ২
(গ) সামিয়া ও ফারিয়া দু–বোনের চিন্তাচেতনার পার্থক্য চিহ্নিত কর। ৩
(ঘ) নিজের বোন ফারিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সামিয়ার যে উদ্বেগ উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে তার যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

১০। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রুহীর বয়স সাত, বাবা সম্প্রতি তাকে একটি খেলনা গাড়ি কিনে দিয়েছেণ। খেলতে গিয়ে গাড়ির পেছনের একটি চাকা ভেঙ্গে যাওয়ায় সে কান্নাকাটি শুরু করে। বড় ভাই রুমী আরেকটি পুরোনো গাড়ি থেকে একটি চাকা খুলে পিছনের চাকার স্থানে জুড়ে দেয় কিন্তু চাকাটি বেশ ছোট হওয়ায় গাড়ি চালাতে গিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। রুহী যেই গাড়ি ধাক্কা দেয় সেই সেটি একস্থানে ঘুরতে থাকে, সামনে এগোয় না।

(ক) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের শুরুতে লেখিকা তাঁর কোন প্রবন্ধের কথা টেনে এনেছেন? ১
(খ) 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের শুরুতে লেখিকা গোঁড়া পর্দাপ্রিয় ভগ্নীদের কাছে কোন বিষয়টি কেন পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছেন? ২
(গ) উদ্দীপকে রুহীর খেলনা গাড়ির অবস্থাটি 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের কোন দিকটিকে উপস্থাপন করেছে? যুক্তিপূর্ণ উত্তর দাও। ৩
(ঘ) 'সমাজকে একটি গাড়ির সাথে তুলনা করলে নারী–পুরুষের সমান অবদান সমাজ–উন্নয়নের জন্যে অত্যাবশ্যক।' –উদ্দীপক 'অর্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের আলোকে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও। ৪

যৌবনের গান

১১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

যুবকেরা পাগল, বারুদের মতো সহজেই যুবকপ্রাণে আগুন ধরে। তরবারি দেখে, কারগারে ফাঁসিতে কিছুতেই তার দর্পিত প্রাণ কাবু হয় না। এদের মধ্যে স্থিরতা, ধীরতা, গাম্ভীর্য, ধর্মভয়, বিনয় জ্ঞান বলতে কিছু নেই। ওরা সত্যিই পাগল, বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবদ্ধ শক্তি বলা যায়।

(ক) বনের পাখির মতো গান করা কার স্বভাব? ১
(খ) কবি তরুণদের দলভুক্ত হতে চেয়েছেণ কেন? ২
(গ) অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের যুবকের কোন রূপটির প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) অনুচ্ছেদে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আংশিক বক্তব্য প্রতিফলিত হয়েছে –মন্তব্যের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

১২। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সম্প্রতি জার্মানির হামবুর্গ শহরে বিশ্ব যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আসা তরুণরা সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে থেকে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। 'যুবকরাই নতুন বিশ্ব গড়বে' এই মূলমন্ত্র কাজে লাগানোর জন্যে তরুণদের প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে বলেই সকলের বিশ্বাস।

(ক) ফুলের মাঝে মাটির মমতারসের মতো অবস্থান কাদের? ১
(খ) কালাপাহাড়ের পরিচয় কী? ২
(গ) তরুণদের দেশ–জাতি–ধর্ম নেই বলে কাজী নজরুল ইসলাম যে মত ব্যক্ত করেছেন তা উদ্দীপকে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? যুক্তিপূর্ণ উত্তর দাও। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে নতুন বিশ্ব গঠনের যে মূলমন্ত্রের কথা বলা হয়েছে 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

কলিমদ্দি দফাদার

১৩। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

জাবেদ আলী দুই যুগ ধরে দফাদার। খুবই গরীব সে, কিন্তু কোনদিন বাঁকাপথে টাকা রোজগার করেনি। গ্রামের মানুষ যদি কোন অন্যায় করেছে, তখন সে তাদের বুঝিয়ে মীমাংসা করে দিয়েছে। মুখে সবসময় এক চিলতে হাসি। রসিক জাবেদ আলী তাই সকলেরই প্রিয়ভাজন।

(ক) বাঁশের তৈরি সেতুগুলো কী নামে পরিচিত? ১
(খ) মিলিটারিদের আগমনের পর কলিমদ্দি দফাদার কী ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়? ২
(গ) উদ্দীপকের জাবেদ আলীর সাথে কলিমদ্দি দফাদারের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত কর। ৩
(ঘ) 'পেশাগত পরিচয় নয়, মানুষের আচরণই সমাজে তাকে প্রিয় বা অপ্রিয় করে, উদ্দীপকের জাবেদ আলীর ক্ষেত্রে এ কথাটি সত্য।' –উল্লিখিত উক্তিটির যথার্থতা তোমার পঠিত 'কলিমদ্দি দফাদার' গল্পের প্রধান চরিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য নারীর অবদান রয়েছে মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন অনেক নারী। পাকসেনারা জীঘাংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে এদেশের নিরীহ নারীদের উপর অসভ্য বর্বর আচরণে মেতে উঠেছিল।

(ক) কলিমদ্দি দফাদার বয়সকালে কোন খেলা করতেন? ১
(খ) মিলিটারিদের আগমনে সৃষ্ট পরিস্থিতি কলিমদ্দি দফাদার কীভাবে মোকাবেলা করে? ২
(গ) প্রদত্ত উদ্দীপকের সাথে সম্পর্কযুক্ত গল্পের ঘটনাটি মর্মান্তিক ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "মুক্তিযুদ্ধের পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি নারী মুক্তিযোদ্ধারাও অবদান রেখেছেন।" –করিমদ্দি দফাদার গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

১৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সুব্রত ব্যানার্জি বর্তমানে পশ্চিবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় বসবাস করছেন। একসময় তিনি থাকতেন ঢাকার আরমানিটোলায়। ১৯৭১ সালে হানাদর বাহিনীর নৃশংসতা থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তিনি ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি ঢাকা দিয়ে দেখেন তার বাড়ি বেদখল হয়ে গেছে। ঢাকার স্মৃতি এখনও তাঁকে

কাঁদায়। তার স্ত্রী সরলা দেবী প্রতিদিন সন্ধ্যায় পূজো দিতে গিয়ে আজও স্মৃতিতাড়িত হয়ে পড়েন। ঢাকার সেই বাড়ির পূজো ঘর, ধূপের গন্ধমাখা ধোঁয়া এবং তুলসী গাছটি তার স্মৃতিপটে অমলিন হয়ে আছে।

(ক) তুলসী গাছটি প্রথমে কার চোখে পড়েছিল? ১
(খ) বাড়ির বাসিন্দারা চলে গেলে তুলসী গাছটার কী পরিবর্তন ঘটেছিল? ২
(গ) উদ্দীপকের গৃহকর্ত্রীর জীবনানুভূতির সাথে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের গৃহকর্ত্রীর জীবনানুভূতির তুলনা কর। ৩
(ঘ) রাজনৈতিক সংঘাত কীভাবে মানুষের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তা উদ্দীপক ও তোমার পঠিত গল্পের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১৬। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী একটি কলোনী পুড়িয়ে দিলে উদ্বাস্তু লোকজন পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে অবস্থান নেয়। বাড়ির মালিক হিন্দু, হয়তো জীবন বাঁচাতে প্রতিবেশি দেশে চলে গেছে। বাড়িটিতে তারা অবশ্য বেশিদিন থাকতে পারে না। পুলিশ এসে তাদের তাড়িয়ে দেয়। লোকগুলো ভাসমান জীবনকে মেনে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

(ক) ইউনুসের স্বাস্থ্য কেমন ছিল? ১
(খ) মোদ্দাব্বের চরিত্রতটি কেমন স্বভাবের? ২
(গ) উদ্দীপকের উদ্বাস্তু লোকদের জীবন ও 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের উদ্বাস্তু জীবনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার কর। ৩
(ঘ) রাজনৈতিক সংঘাত মানুষকে কীভাবে বাস্তুচ্যুত করেছে তার পরিণতি তোমার পঠিত গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

একুশের গল্প

১৭। **ভাষা আন্দোলনের মিছিলে গিয়ে শহিদ হন মেডিকেল কলেজের ছাত্র আসাদ। আসাদের মা আজও ছেলের অপেক্ষা দিন গোনেন। জীবন সায়াহ্নে এসেও তিনি ছেলেকে নিয়ে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করেন। তিনি এখনও ভাবেন –একদিন তাঁর ছেলে ফিরে এসে মা বলে ডাকবে। তাঁর প্রতীক্ষার আড়ালে বিদ্যমান মাতৃহৃদয়ের চাপা যন্ত্রনা।**

(ক) 'একুশের গল্প' এর লেখক জহির রায়হান কতসালে নিখোঁজ হন? ১
(খ) কীভাবে তপুর বন্ধুরা তপুকে শনাক্ত করল? ২
(গ) উদ্দীপকে আসাদের মায়ের সঙ্গে 'একুশের গল্প' এর তপুর মায়ের বৈসাদৃশ্য কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আসাদের মায়ের স্বপ্ন ও যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবিই হলো 'একুশের গল্প' মন্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৮। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এক অনুষ্ঠানে ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন বললেন, পাকিস্তান সরকার আমাদের মাতৃভাষার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিজাতীয় ভাষা উর্দু চাপিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে কোন মূল্যে এ অপচেষ্টা রুখে দাঁড়াবার। সেই অনুযায়ী ছাত্র–জনতা সোচ্চার হতে থাকে। এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার আমাদের আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। আমরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নিই। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে অগ্রসর হতে গেলে পাক মিলিটারি মিছিলে গুলি চালায়। শহীদ হয় রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ অনেকে। সে ত্যাগ বৃথা যায়নি। বাংলার মানুষের এ আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

(ক) তপুর টিবিয়া ফেবুলা কত ইঞ্চি ছোট ছিল? ১
(খ) 'ওকে চেনাই যায় না' –কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে 'একুশের গল্প' রচনার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ৩
(ঘ) বাংলার মানুষের এ আত্মত্যাগ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে –২১ ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ

১৯। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

জামাল সাহেব সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। অর্থনৈতিকভাবে তিনি অত্যন্ত সচ্ছল। মার্বেল পাথরে সিঁড়ি আর সেগুন কাঠের আসবাবপত্রই প্রমাণ করে তিনি উপার্জন করেন অনেক। তার দুই সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করে। লোকে বলে ক্ষমতার অপব্যবহার করেই তিনি এই সম্পদের অধিকারী হয়েছেন।

(ক) জামাল সাহেবের আয়ের উৎস কী কী? ১
(খ) জামাল সাহেব ক্ষমতার অপব্যবহার করেন এর যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাও। ২
(গ) উদ্ধৃতাংশের বর্ণনা থেকে প্রমাণ কর যে, জামাল সাহেব দুর্নীতিপরায়ণ লোক। ৩
(ঘ) জামাল সাহেবের দুর্নীতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব আলোচনা কর। ৪

২০। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিন্টু আর তার বাবার মধ্যে আজ চার দিন যাবত কথা বন্ধ। কেউ কারো ছায়াও মাড়াতে চায় না। মিন্টুর বন্ধুরা তাকে দুর্নীতিবাজের ছেলে বলে ঠাট্টা করে। মিন্টু এর কোনো জবাব দিতে পারে না, কারণ দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সময় মিন্টুর বাবাকে সুস্পষ্ট দুর্নীতির অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। উচ্চতর আদলতের নির্দেশে বর্তমানে তিনি জামিনে আছেন। মিন্টুর এ অবস্থা দেখে তার বাবা তাকে একদিন ডেকে বললেন যে, আমি যা করেছিল সব তোমাদের জন্যই। সোজা পথে থাকলে এতো আরাম আয়েশের জীবন কোথায় পেতে? মিন্টুর মুখের উপর জবাব দিয়েছিল তার বাবাকে, আমরা এমন জীবন চাই না যে জীবনকে সমাজ ধিক্কার দেয়, ঘৃণা করে।

(ক) কোনটি হঠাৎ করে না ঘটে বিস্তার করতে সময় নেয়? ১
(খ) কোন কারণে কীভাবে সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও অসন্তোষ বাড়ে? ২
(গ) 'সোজা পথে থাকলে এতো আরাম আয়েশের জীবন কোথায় পেতো?' –উক্তিটি 'দুর্নীতি, উন্নয়নের অন্তরায় ও উত্তরণের পথ' প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩
(ঘ) 'আমরা এমন জীবন চাই না যে জীবনকে সমাজ ধিক্কার দেয়, ঘৃণা করে' –বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

অপরাহ্নের গল্প

২১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এইডস্ রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। যৌন জীবনে সংযম, বিশ্বস্ত যৌনসঙ্গী নির্বাচন, বিশেষ করে যৌন বিষয়ে ধর্মীয় মুল্যবোধে আস্থা মানুষকে প্রাণঘাতী এইডস রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারে। সারা পৃথিবীতে এইডস যেভাবে সংক্রমিত হচ্ছে, তাতে এ বিষয়ে সচেতন না হলে জীবন দিয়ে তার মাশুল দিতে হতে পারে।

(ক) এইডস রোগ প্রথম কবে ধরা পড়ে? ১
(খ) এইচআইভি বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) 'অপরাহ্নের গল্পে' উদ্দীপকটি কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) এইডস রোগের জন্ম তত্ত এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪

২২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

টিপু বাড়ির জমি ও গাছ–গাছালি বিক্রি করে সিঙ্গাপুর যায়। সেখানে সে মহাফূর্তিতে আছে। কিন্তু ৫ বছর পর সে দেশের সরকার তাকে দেশে ফেরত পাঠায়। কাণ তার দেহে এইচআইভি জীবাণু পাওয়া গেছে। টিপু দেশে ফেরত আসলেও সে বাড়ী ফিরে আসে না। বাড়ী না ফেরার কারণ জানিয়ে অভিভাবকের কাছে চিঠি খি সে। চিটিতে সে লিখেছে আমি কীভাবে তোমাদের মুখ দেখাব, লজ্জায় মরে যাচ্ছি।

(ক) সাহারা মরুভূমির চারপাশে কয়টি দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ এইডস্। ১
(খ) 'অপরাহ্নের গল্প'র এইডস আক্রান্ত আব্দুল মজিদের দুর্দশার বিবরণ দাও। ২
(গ) উদ্দীপকের কোন বিষয়টির সাথে 'অপরাহ্নের গল্পে'র ও বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়? ৩
(ঘ) 'আমি কীভাবে তোমাদের মুখ দেখাব, লজ্জায় মরে যাচ্ছি।' উক্তিটি 'অপারাহ্নের গল্পে'র আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

বঙ্গভাষা

২৩। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শেফালির বড় বোন রূপালী স্বামী সন্তানসহ দীর্ঘদিন যাবত ফ্রান্সে থাকে। দীর্ঘদিন বিদেশ থাকায় রূপীল ভালো ইংরেজি জানে। ইংরেজি সাহিত্য সে অনায়াসে পড়তে ও বুঝতে পারে। কিন্তু রূপালির ইংরেজি সাহিত্য ভাল লাগে না। ওগুলোতে তার মনসংযোগ ঠিকমতো ঘটে না। ছোট বোন শেফালির কাছে সেজন্য বিভিন্ন সময় বাংলা ভাষার বিভিন্ন বই চেয়ে পাঠায়। শেফালি বিস্মিত হয়। অতো ভাল ইংরেজি জানার পরেও রূপালি আজ যে কেন বাংলা ভাষার বইয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে সে বুঝতে পারে না। অথচ সে হলে বাংলা বই ছুঁয়ে দেখত না। ওর ধারণা বাংলা ভাষা তেমন সমৃদ্ধ নয়। আর ইংরেজি হচ্ছে ঐশ্বর্যের ভাষা। মাতৃভাষার প্রতি এ অবহেলা দেখে রূপালী দারুণভাবে ব্যথিত।

(ক) 'বঙ্গভাষা' কোন ধরনের কবিতা? ১

(খ) 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল–কানন।' –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) রূপালীর মাতৃভাষা প্রীতি কীভাবে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা কর। ৩

(ঘ) সনেট হিসেব 'বঙ্গভাষা' কবিতার সার্থকতা দেখাও। ৪

২৪। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নয়ন একজ কবি। সবাই তাকে কবি বলে ডাকে। তার লেখালেখির হাতও বেশ ভালো। কিন্তু এসময় মোহ তাকে আটকে ধরে। ইংরেজি ভাসায় সাহিত্য চর্চা করে তিনি খ্যাতি লাভ করবেন এটাই তার বাসনা। তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেন। কিন্তু তার সাহিত্য পাঠকের নিকট সমাদৃত হলো না। কবির যে সম্মান বা খ্যাতি পাওয়ার কথা তিনি তা পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন স্বদেশ আর মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে বড় হওয়া যায় না।

(ক) 'বঙ্গভাষা' কোন ধরনের কবিতা? ১

(খ) 'তা সবে, (অভোদ আমি!) অবহেলা করি,'– কবি কেন বলেছেন? ২

(গ) উদ্দীপকের কবির সাথে 'বঙ্গভাষা' কবিতার কবির জীবনের মিল কোথায়? ৩

(ঘ) 'স্বদেশ আর মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে নিজের খ্যাতি আসে না।' –উক্তিটি আলোকে 'বঙ্গভাষা' কবিতার উপজীব্য আলোচনা কর। ৪

সোনার তরী

২৫। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রাইসা সবেমাত্র একাদশে শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। রাইসার বড় আপু সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়ছে। বড় আপু রাইসাকে পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সোনার তরী'র কথা বলেছে। সে রাইসাকে বলেছে 'সোনার তরী' কবিতাটি একটি মহামূল্যবান দার্শনিকতায় উজ্জ্বল একটি কবিতা। রাইসা একাদশ শ্রেণিতে ওঠে এক নি:শ্বাসে এ কবিতাটি পড়ে ফেলে। কবিতাটি পড়ার পর সে ভাবে আপু তার সত্যি কথাই বলেছিল এ কবিতাটি নিয়ে।

(ক) 'সোনার তরী' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত? ১

(খ) শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি–কথাটি দিয়ে কৃষকের কোন মনোভাব ব্যক্ত করা হয়েছে? ২

(গ) উদ্দীপকে রাইসার বড় আপু রাইসাকে 'সোনার তরী' কবিতা সম্পর্কে যা বলেছে 'সোনার তরী' কবিতা অবলম্বনে তার সত্যতা যাচাই কর। ৩

(ঘ) 'সোতার তরী' –কবিতার একটি সমালোচনা লিখ। ৪

২৬। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

স্যার ক্লাশে 'সোনার তরী' কবিতাটি পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় ক্লাসের একজন ছাত্র স্যারকে জিজ্ঞেস করল 'সোনার তরী' কবিতার নামকরণের তাৎপর্য কী? স্যার বললেন যে, কোন কিছুর নামকরণ হয় বিশেষ নিয়ম মেনেই। এখানে কবিতার রূপক অর্থকে প্রাধান্য দিয়েই কবিতাটির নাম 'সোনার তরী' করা হয়েছে। ছাত্রটি তখন আবার বলল, স্যার এ কবিতায় ক্ষুরধারা, চারিদিকে বাঁকাজল, মসীমাখা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কবি তার শব্দ ব্যবহারের দক্ষতাই কী প্রকাশ করেন নি? ছাত্রটির কথা শুনে স্যার খুশি হলেন।

(ক) কৃষকের প্রত্যাশা কতটুকু পূরণ হয়েছিল? ১
(খ) আসন্ন দুর্যোগের মুখে দাঁড়িয়ে একলা কৃষক কোন ঘটনার আনন্দে উদ্বেল হয়েছে? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে 'সোনর তরী' কবিতার নামকরণের তাৎপর্য নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) 'সোনার তরী' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তুলে ধর। ৪

জীবন বন্দনা

২৭। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

হাকিম সাহেব একজন বিত্তশালী লোক। দাদার তালুকদারি ছিল, ফুলবাবুগিরি করে অর্ধেক কমিয়ে ফেলেছেন। সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তার। জঙ্গলের ধারে একটা বড় পুকুর কচুরিপানা আর আবর্জনায় অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। গ্রামের শ্রমিক মানিক মিয়া পাঁচ বছরের জন্যে বর্গা নিয়ে নিজের শ্রমে পুকুরটি পরিষ্কার করে তাতে মাছের চাষ করেন। তিন দিকের পাড়ে লাগান কলা গাছ। হাকিম সাহেব এখন মানিক মিয়ার কাছ থেকে মাছ ও কলা কিনে খান। মানিক মিয়ার তিন বছরের সাফল্যে শ্রমিক শ্রেণির প্রতি হাকিম সাহেবের মানসিকতায় পরিবর্তন আসে।

(ক) 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কাদের জয়গান করেন? ১
(খ) 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি কাদের কূপমন্ডুক বলেছেন? ২
(গ) উদ্দীপকের মানিক মিয়ার সাফল্যের সঙ্গে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি চিহ্নিত কর। ৩
(ঘ) 'মানিক মিয়ার তিন বছরের সাফল্যে শ্রমিক শ্রেণির প্রতি হাকিম সাহেবের মানসিকতায় পরিবর্তন আসে।' –'জীবন-বন্দনা' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মাসুদ খান ঘুমের মধ্যে স্বপ্নযোগে বুঝতে পারেন তিনি একজন কবি। কবিতার মধ্যদিয়ে মানবতার কল্যাণ সাধনে তিনি নির্দেশিত হয়েছেন। সে নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তিনি শ্রমজীবীদের গুরুত্ব দিয়ে স্বপ্নেই কবিতা রচনা করেন। তার বিশ্বাস, শ্রমজীবী লোকেরাই সুন্দর সমাজ ও মানবসভ্যতার প্রকৃত রূপকার।

(ক) 'ত্রস্তা ধরনী নজরানা দেয়' –কী? ১
(খ) 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় কবি যৌবনশক্তির জয়গান করেছেন কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে 'জীবন-বন্দনা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর। ৪

বাংলাদেশ

২৯। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আতা খাঁ একজন মুক্তিযোদ্ধা। তার বয়স আখেন নব্বই ছুঁই ছুঁই। তিনি তার জীবনে অনেক কিছুই দেখেছেন। তার নাতি রবিউল ইতিহাসের ছাত্র। আতা খাঁ তার নাতির সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে সুযোগ পেলেই আলোচনা করেন। তার নাতি রবিউল তার কাছে এদেশের মানুষের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন এ দেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক। বাংলা ভাষা তাদের প্রাণপ্রিয় ভাষা। এ ভাষাই সব ধর্মের, বর্ণের, মর্যাদার মানুষকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধেছে। পাকিস্তানি সেনারা শত চেষ্টা করেও এ বাঁধা ছিন্ন করতে পারে নি।

(ক) 'বাংলাদেশ' কবিতার রচয়িতার নাম কী? ১
(খ) 'চিরদিন বাংলাদেশ' কথাটির মধ্য দিয়ে কবি আবহমান বাংলাদেশের কোন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন? ২
(গ) বাংলাদেশের মানুষের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে কথা আতা খাঁ বলেছেন তা কীভাবে 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে? ৩
(ঘ) পাকিস্তানি সৈন্যরা শত চেষ্টা করেও এদেশের মানুষের ঐক্যকে নষ্ট করতে পারে নি –'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে আলোচনা কর। ৪

৩০। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুমন আহমেদ একজন তরুণ চলচ্চিত্রকার। তার ইচ্ছা তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি ডকুমেন্টারি বানাবেন। তার ডকুমেন্টারির বিষয়বস্তু হবে মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এদেশের মানুষ কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তার বর্ণনা। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বাংলাদেশ' নামক কবিতা পড়ে জানতে পেরেছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করে, অস্ত্র মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা খাটিয়ে হানাদার বাহিনী শেষ পর্যন্ত নিজেরাই জাহান্নামে পৌঁছে।

(ক) অমিয় চক্রবর্তীর 'অনি:শেষ' গ্রন্থ থেকে 'বাংলাদেশ' কবিতার কোন অংশটুকু পাঠ্যসূচিভুক্ত হয়েছে? ১
(খ) 'বাংলাদেশ' কবিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কী ভূমিকার পরিচয় রয়েছে? ২
(গ) 'বাংলাদেশ' কবিতায় প্রতিফলিত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় যে প্রতিচ্ছবি গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে বর্ণনা দাও।৩
(ঘ) 'লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্বাস্তু করে, হিংস্রতা মৃত্যু ও ধ্বংসীলা খাটিয়ে হানাদার বাহিনী শেষ পর্যন্ত নিজেরাই জাহান্নামে পৌঁছে' উদ্দীপকের উদ্ধৃতিটি 'বাংলাদেশ' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

কবর

৩১। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

পরের ক্লাসে 'কবর' কবিতাটি পড়ানো হবে। তাই রুমা 'কবর' প্রসঙ্গে আলোচনা করল তার বড় ভাই রহিমের সাথে। বাংলা সাহিত্যের ছাত্র রহিম তাকে ড. সুনীলকুমার মুখোপ্যাধায় বিরচিত 'জসীমউদ্‌দীন' রচিত বইটি পড়তে দিল। সে বইটির একটি জায়গা চিহ্নিত করে রাখল, যেখানে লেখা আছে, 'এ কবিতায় একদিকে আমরা মৃত্যুকে নির্মম জীবনসত্যরূপে প্রত্যক্ষ করি, অন্যদিকে সাংসারিক স্নেহ–প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাও অবলোকন করি। সবচেয়ে বড় কথা, এর প্রকাশ সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত হয়েছে। কবি আপন অভিজ্ঞতা ও ভাবনার রূপায়নের জন্য উপযুক্ত শব্দ, চিত্র ও উপমা সন্নিবেশ কোথাও কোনো বাধার সম্মুখীন হন নি।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু ও স্নেহ–ভালোবাসার দ্বন্দ্বের ইতিহাস চিরন্তন জীবনসত্যরূপে 'কবর' কবিতায় উপস্থাপিত হয়েছে।

(ক) বৃদ্ধ দাদুর জীবনে প্রথম মৃত্যু কোনটি? ১
(খ) 'সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।' –দাদুর এ অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে কলা বা শিল্পবোধ সম্পর্কে যে মন্তব্য পাওয়া যায় তা 'কবর' কবিতার ক্ষেত্রে কতখাটি প্রযোজ্য? উদাহরণসহ উত্তর দাও। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত মৃত্যু ও স্নেহ–ভালোবাসার দ্বন্দ্বের ইতিহাস চিরন্তন জীবনসত্যরূপে 'কবর' কবিতায় কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

৩২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বিয়ের বছর পার না হতেই মহুয়া বিবির জোয়ান স্বামী হঠাৎ করেই একদিন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অকালে স্বামীকে হারিয়ে মহুয়া পাগলপ্রায়। নাওয়া–খাওয়া বন্ধ প্রায়, ঠিকমতো কারও সাথে কথা বলে না। সারাক্ষণ শুধু কান্না আর শোকের মাতম। স্বামীর রেখে যাওয়া ঘর–দোর, সংসার–গেরস্তি সবকিছুতেই যেন একটা শোকাবহ দীর্ঘশ্বাস ঘিরে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে মহুয়ারও ইচ্ছে হয় এ দুনিয়ার সকল মায়া ছিন্ন করে চলে যেতে পরাপারে।

(ক) 'কবর' কবিতার রস কেমন? ১

(খ) 'পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কাঁদি মরি আঁখিজলে' –উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের মহুয়া বিবির জীবনচিত্রটি 'কবর' কবিতার কোন অংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ –লেখ। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের মহুয়া বিবি বৃদ্ধ দাদুর বেদনারই প্রতিচ্ছবি –'কবর' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

তাহারেই পড়ে মনে

৩৩। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

বেলী প্রাণোচ্ছল এক তরুণী বধূ। বর্ষায় খোঁপায় কদম ফুল গুঁজে কিংবা কামিনী ফুলের মালা সাজিয়ে উড়ুউড়ু মনে ঘুরে বেড়ান। ফাল্গুনে নানা মেলা ও অনুষ্ঠানে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করেন। এবার একুশের বইমেলা, বৈশাখী মেলা, সামাজিক অনুষ্ঠান কোথাও তাকে দেখা যায় নি। তিনি ঘরের কোণে একাকী পড়ে আছেন। এর কারণ কয়েক মাস আগে তার স্বামী মারা গেছেন।

(ক) দখিনা সমীর কিসে আকুল–অধীর হয়? ১
(খ) কবির ভক্তকূলের আকুল প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে বেলীর আত্মসমাহিত ভাবটি কীবাবে কবি সুফিয়া কামালের সাথে সংগতিপূর্ণ? 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা অনুসরণে ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) প্রিয়জনের বিয়োগব্যথাজনিত উদ্দীপকের বেলীর আচরণ পরিবর্তনে ভালোবাসার গভীরতা কীভাবে ধরা পড়ে তা 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রিপা সেদিন রিকশায় করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে চারপাশে কৃষ্ণচূড়ার রক্তলাল সমারোহে ছেয়ে গেছে গাছ। চমকে উঠেলেন তিনি। চারপাশের প্রকৃতিতে যে ফাগুনের আগুন লেগেছে তা তো তিনিই খেয়ালই করেন নি। আসলে তিনি তো ইদানিং প্রকৃতির দিকে তাকনই না। প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য মনের জগতে থাকতে হয় অনুকূল অবস্থা। কিন্তু রিপার জগতে তা নেই। শীতের কুয়াশাঘেরা দিনে তিনি তার স্বামীকে হারিয়েছেন, তাই এখানো তাকে ঘিরে আছে শীতেরই রিক্ততা।

(ক) কবিভক্তের মিনতি কোনটি? ১
(খ) 'তাহারেই পড়ে মনে, ভুলিতে পারি না কোন মতে।' –কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) প্রকৃতিবিখুতার ক্ষেত্রে উদ্দীপকের রিপা কীভাবে কবি সুফিয়া কামালের সাথে তুলনীয় তা বিচার কর। ৩
(ঘ) 'প্রকৃতিকে উপভোগ করার জন্য মনের জগতে থাকতে হয় অনুকূল অবস্থা।' –উক্তিটির যথার্থতা উদ্দীপক ও 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতা অনুসরণে মূল্যায়ন কর। ৪

পাঞ্জেরি

৩৫। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

'পাঞ্জেরি' কবিতার ভূমিকায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক আতিক রহমান বলেন, এ কবিতাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা। এ সময় সারা বিশ্বের মানুষ চরম দুর্দশার শিকার হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ভারতবর্ষে মুসলমানরা চরমভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। স্যার বলেন, এ দুর্বিষহ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কবি ফররুখ আহমদ ইসলামী আদর্শের অনুসরণ এবং নেতৃত্বের সক্রিয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

(ক) 'পাঞ্জেরি' কবিতায় দীঘল রাত কিসের প্রতীক? ১
(খ) 'বন্দরে বসে যাত্রীরা দিন গোনে।' –যাত্রীদের দিন গোনার কারণ কী? ২
(গ) উদ্দীপকে বিশ্ব মুসলিমের যে দুর্দশার কথা বলা হয়েছে তা 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কীভাবে আভাসিত হয়েছে? ৩
(ঘ) 'আজো সঠিক নেতৃত্ব পেলে বিশ্বের বুকে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারে মুসলমানরা।' –উক্তিটির 'পাঞ্জেরি' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩৬। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

দীর্ঘদিনের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মুসরিম জাতি তাদের জীবন জাহাজ চালিয়ে ক্রমাগত অন্ধকার অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। সঠিক পথ নির্দেশনার অভাবে তারা বিভ্রান্ত অথচ তীরে দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষমান জনতা। তাদের বেদনাতুর আহাজারি ভেসে আসছে, অথচ তরী তীরে নেয়া সম্ভব না কেবল যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে। তারা মাঝপথে হাবুডুবু খাচ্ছে।

(ক) 'মেঘ' –এর প্রতীকী অর্থ কোনটি? ১
(খ) 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কোন যাত্রাপথের কথা বলা হয়েছে? ২
(গ) 'পাঞ্জেরি' কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ 'পাঞ্জেরি' শব্দটি কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন? বুঝিয়ে লেখ। ৩
(ঘ) রূপকের আড়ালে 'পাঞ্জেরি' কবিতার বক্তব্য কী? ৪

আমার পূর্ব বাংলা

৩৭। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সৌমিত্র আমিরাকাতে থাকলেও তার মন পড়ে থাকে বাংলাদেশেই। জীবিকার তাগিতে আমেরিকা থাকলেও এদেশের রূপ–সৌন্দর্য সে ভুলতে পারে না। সব সময়ই তার কেবল এদেশের প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা মনে পড়ে।

(ক) 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতায় 'কনক–লতা' কথাটির অর্থ কী? ১
(খ) কবি 'বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি'র যেসব উপমা কবিতায় দিয়েছেন সেগুলো কী কী? ২
(গ) উদ্দীপকে 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা কর। ৩
(ঘ) 'এদেশের প্রকৃতি, মানুষ, ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা মনে পড়ে' –উক্তিটি 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

মাহফুজা শারমীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে থাকে। এ হলের বান্ধবীরা দেশের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। তারা ১০ জন বান্ধবী মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন ছুটিতে তারা একেক বান্ধবীর বাড়িতে বেড়াতে যাবে। তাতে দেশটাও দেখা হবে। পারস্পরিক বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে। এভাবে তারা প্রায় দেশের সব জায়গাতেই গিয়েছে। আর এ ভ্রমণের ফলে মাহফুজা শারমীনের মনে হয়েছে এ দেশটা এক অকৃত্রিম শান্তির নিকেতন। এদেশের প্রকৃতি মনোরম ও মনোমুগ্ধকর। এদেশ যেন আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেমের এক স্বর্গীয় লীলাভূমি।

(ক) 'অভিসার' কথাটির অর্থ কী? ১
(খ) 'কবরী এলো করে আকাশ দেখার মুহূর্তে' –ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) মাহফুজা শারীমের এ দেশটা এক অকৃত্রিম শান্তির নিকেতন মনে হওয়ার কথা 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) "মাহফুজা শারমীনের দৃষ্টিতে এদেশ যেন আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেমের এক স্বর্গীয় লীলাভূমি" –বিষয়টি 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

আঠারো বছর বয়স

৩৯। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

সাইফুল ইদানিং কেমন যেনো হয়ে গেছে। একটু বেশি স্বাধীনচেতা মনে হচ্ছে তাকে। কেমন সব স্বপ্নের কথা বলে সে। দু:সাহসিক কাজকর্মের প্রতিই এখন তার আগ্র বেশি। সে পরনির্ভরশীল থাকতে চাচ্ছে না, চাচ্ছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। কিন্তু ঐটুকু বয়সে নিজের পায়ে দাঁড়ানো কী সহজ কথা? তাই তাকে অনেক বিরূপ পরিস্থিতি সামাল দিতে হচ্ছে।

(ক) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১
(খ) 'আঠারো বছর বয়স কী দু:সহ' –কেন? ২

(গ) উদ্দীপকে সাইফুলের চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিফলিত হয়েছে তার সাথে তোমার পঠিত কোন কবিতার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে? ৩
(ঘ) সাইফুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কীভাবে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার উপস্থাপিত হয়েছে আলোচনা কর। ৪

৪০। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

কামাল আহমেদ 'তারুণ্যের বাধা, যোগ্যতা ও উত্তরণ' শীর্ষক এক সেমিনারে উপস্থিত তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে বলরেন, তরুণ অর্থাৎ আঠারো বছর বয়সের ধর্মই হল আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। আঘাত–সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। সমাজ তথা দেশের উন্নয়নেও নিজেদের বিকিয়ে দেয়া। তবে এসবের পাশাপাশি তিনি সাবধান বাণী শোনালেন যে, এ বয়সের নেতিবাচক প্রবাবও কম নয়।

(ক) তরুণরা আত্মাকে কার কাছে সমর্পণ করে? ১
(খ) 'আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা' –কথাটির মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
(গ) উদ্দীপকের সাথে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সম্পর্ক নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে আঠারো বছর বয়সের যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনা করা হয়েছে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

একটি ফটোগ্রাফ

৪১। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

রফিক মিয়ার একমাত্র ছেলে শফিক। সে ছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নিউ মার্কেটের মোড়ে বাসের চাপায় সে মারা যায়। একমাত্র ছেলের আকস্মিক মৃত্যুতে পিতার হৃদয় একেবারে পাথরে পরিণত হয়েছে। কথায় আছে অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। এ কারণেই তিনি তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ অনায়াসে বলতে পেরেছিলেন স্বজনদের। ভেতরে ভেতরে শোকের ঝড় বয়ে গেলেও চোখে নেই অশ্রুর জল। এটাই চিরায়ত বাস্তবতা।

(ক) কবির ছেলেটি কীভাবে মারা গিয়েছিল? ১
(খ) 'নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই চমকে উঠি' –ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের রফিক মিয়ার সাথে 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার পিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) মানব হৃদয়ের চিরায়ত বাস্তবতার দিকটি উদ্দীপক ও 'একটি ফটোগ্রাফ' কবিতার আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪২। **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

পুজোর কাপড় হাতে করে মাসি যদি শুধায় তোরে,
'খোকা তোমার কোথায় গেল চলে'
বলিস, 'খোকা সে কি হারায়–আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।৷

(ক) 'আলোকচিত্র' শব্দটির ইংরেজি কী? ১
(খ) 'একটি ফটোগ্রাফ' এ তিন বছর আগে ও পরে কী ঘটেছে? ২
(গ) উক্ত উদ্দীপকের সঙ্গে তোমার পাঠ্যভূক্ত কোন কবিতার ভাবগত মিল আছে বলে তুমি মনে কর? ৩
(ঘ) "একটি ফটোগ্রাফ" কবিতার রচনার সার্থকতা নিরূপণ কর। ৪